কলকাতা হাইকোর্ট

(সংবিধানিক রিট এক্তিয়ার)

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০১৫ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৪৩৫৫

নচিকেতা সেনগুপ্ত

-বনাম.-

বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য।

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী দেবব্রত সাহা রায়
	শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্র
	শ্রী শুভঙ্কর দাস
উত্তরদাতাদের জন্য	: মহাম্মদ মোকারাম হোসেন
শুনানি	: ২৮.০৮.২০২৩
রায়	**: ২০.১১.২০২৮**

বিচারপতি, পার্থসারথী চ্যাটার্জি :-

১. এই রিট আবেদনের মাধ্যমে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা ৭ই জুন, ২০১৩ তারিখের চার্জশিটের বৈধতা এবং যথার্থতা, তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধান, ২৩শে জুন, ২০১৪ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

২. অপ্রয়োজনীয় বিবরণ মুছে ফেলা, রিট পিটিশনে উপস্থাপিত তথ্ হল যে আবেদনকারী ১৯৮৪ সালে মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্কে স্কেল-১ অফিসার হিসাবে যোগদান করেন এবং ২০০৫ সালে তিনি স্কেল-২ অফিসার পদে উন্নীত হন। ২০০৭ সালে, মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের সাথে একীভূত করা হয় (এরপরে ব্যাঙ্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (অফিসার এবং কর্মচারী) পরিষেবা বিধিমালা, ২০১০ (সংক্ষেপে, পরিষেবা বিধিমালা, ২০১০), যা ১৫.১১.২০১০ থেকে কার্যকর হয়েছিল, ব্যাঙ্কের আধিকারিক এবং কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাবলী পরিচালনা করার জন্য জারি করা হয়েছিল। ২০১০ সালের পরিষেবা বিধিমালা, বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক পরিষেবা (সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৩ দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল যা কার্যকর হয়েছিল ১২.০৮.২০১৩।

৩. ২০০৮ সালে আবেদনকারীকে ব্যাঙ্কের মঠপুকুর শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক (স্কেল-২ অফিসার) হিসাবে বদলি করা হয় এবং ২০১২ সালে তাঁকে উত্তর দিনাজপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্যবস্থাপক হিসাবে বদলি করা হয়। ১৫.১২.২০১২ তারিখের একটি আদেশে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান বিভাগীয় তদন্ত এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীকে বরখাস্ত করেন।

৪. ৭.৬.২০১৩ তারিখের একটি চার্জশিট মহাব্যবস্থাপক দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং নিজেকে প্রায় ৭ (সাত) নম্বর নিয়ে আসা আবেদনকারীর শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ বলে দাবি করা হয়েছিল। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যেমন, i) ব্যাঙ্কের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কাজ করা, ii) ব্যাঙ্কের নিয়ম/ঋণ নীতি লঙ্ঘন করে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা,

iii) ব্যাঙ্ককে বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করা, iv) অবহেলা এবং নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করা,v) তথ্য দমনমূলক কাজ করা, উল) আস্থা ও অধিকার লঙঘন করা) শৃঙ্খলা লঙঘন করা। চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী ২০১০ সালের পরিষেবা বিধিমালা ১৮ ও ২০ বিধিমালা লঙঘন করেছেন।

৫. আবেদনকারী ১১.৭.২০১৮-এ চার্জশিটে তার জবাব জমা দিয়েছিলেন যা অসন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং তাই, সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০-এর রেগুলেশন নং ৪১-এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং জেনারেল ম্যানেজার vide.his তারিখের ২৫.০৭.২০১৩ চিঠিতে উপস্থাপক অফিসারকে (সংক্ষেপে, পিও) এবং এনকোয়ারি অফিসারকে সংক্ষিপ্ত, ইও) নিয়োগ করেছিলেন। তদন্তের কার্যক্রম বিভিন্ন তারিখে অব্যাহত ছিল। পিও এবং আবেদনকারী চার্জশিট অফিসার (সংক্ষেপে, সিএসও) হিসাবে তাদের নিজ নিজ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং/অথবা সংক্ষিপ্ত যুক্তি বিনিময় করেছিলেন।

৬. ইও দ্বারা ফেরত পাঠানো ফলাফলগুলি আবেদনকারীকে তার কভার লেটার ২৮.০৪.২০১৪-এর অধীনে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। আবেদনকারী ১৫.৫.২০১৪-এ এই ধরনের অনুসন্ধানের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জমা দিয়েছেন। ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যবস্থাপক তার কভার লেটার তারিখ ২৩.০৬.২০১৪-এর অধীনে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ২৩.০৬.২০১৪ তারিখের চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তির আদেশ আবেদনকারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আবেদনকারী শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আপিল পছন্দ করেছিলেন। ব্যাংকের চেয়ারম্যান আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেন এবং ০৩.১২.২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, আপীল খারিজ করা হয় এবং শাস্তির আদেশ নিশ্চিত করা হয়। তাই, চার্জশিট, তদন্ত প্রতিবেদন,

শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ, এই রিট আবেদনকারীকে চালু করা হয়েছে। পক্ষগুলি নির্দেশ অনুযায়ী তাদের হলফনামা বিনিময় করেছে।

৭. বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মিত্র আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে যুক্তি দেন। শ্রী মিত্র যে যুক্তিগুলি পেশ করেছেন, তা হল ২০১০ সালের পরিষেবা বিধিমালা, যার দ্বারা ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষেবার শর্তাবলী পরিচালিত হয়, তা ১৫.১১.২০০০ থেকে কার্যকর হয়েছে। পরিষেবা বিধিমালা, ২০১০-এর ২ নং (জি) বিধিমালাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে এই বিধিমালা অনুসারে, "যোগ্য কর্তৃপক্ষ মানে চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা এবং মহাব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রে, কর্মচারীর সম্মান।

৮. তিনি আরও বলেন যে, ২০১০ সালের পরিষেবা বিধিমালা বিজিভিবি পরিষেবা (সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৩ দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল, যা '১২.০৮.২০১৩' থেকে কার্যকর হয়েছিল এবং ২০১৩ সালের বিধিমালা 'সক্ষম কর্তৃপক্ষ'-এর সংজ্ঞাকে প্রতিস্থাপন করে বলে যে 'সক্ষম কর্তৃপক্ষ' মানে হল-১) অফিসার স্কেল-৩জে, ৪ ও ৫-এর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান এবং ১১) অফিসার স্কেল-১ ও ২-এর ক্ষেত্রে মহাব্যবস্থাপক এবং ১১১) গ্রুপ 'বি' অফিস সহকারী (বহুমুখী) এবং গ্রুপ 'সি' অফিস পরিচারক (বহুমুখী) সম্পর্কিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্কেল-৪ পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন কর্মকর্তা।

৯. আবেদনকারীকে ১৫.১২.২০১২ তারিখের একটি আদেশের অধীনে চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থগিতাদেশের অধীনে রাখা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক নিজেকে আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করেছেন, যিনি স্কেল-।। অফিসার ছিলেন, ০৭.০৬.২০১৩ তারিখে চার্জশিট জারি করেছিলেন৷

অতএব, অভিযোগপত্র জারির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকের আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করার কোনও কর্তৃত্ব ছিল না এবং তাই, অভিযোগপত্রটি টিকিয়ে রাখা যায় না এবং সমস্ত কার্যধারা এবং/অথবা এই ধরনের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে শুরু করা এবং/অথবা নেওয়া পদক্ষেপগুলি কলুষিত হয়। তিনি যুক্তি দেন যে একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ আইনের বাইরে কাজ করতে পারে না।

১০. উনি আরও যুক্তি দেয় যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে অভিযোগপত্রে আবেদনকারীর উত্তর অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু কোনও কারণ বরাদ্দ করা হয়নি এবং তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে চার্জশিটের সাথে কোনও নথি এবং সাক্ষীদের তালিকা সরবরাহ করা হয়নি এবং তদন্ত কার্যক্রমের কার্যবিবরণী থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে পরিচালকের উপর নির্ভর করা নথিগুলি কেবল তদন্ত কার্যক্রমের সময় আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানগুলি বিকৃত ছিল এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যান্ত্রিকভাবে তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানগুলি গ্রহণ করেছিল। তিনি যুক্তি দেন যে, পরিষেবা বিধিমালা, ২০১০-কে অবজ্ঞা করে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে সমগ্র শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং শেষ করা হয়েছে। শ্রী মিত্রের মতে, শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম বজায় রাখা যায় না এবং শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করা যেতে পারে। তাঁর এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি এআইআর লাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-ইউএস-ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন এবং অন্যান্য-এর জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়গুলির উপর নির্ভর করেন, যা (২০১১) ৫ এসসিসি ৪৩৫, এ. কে. রায় ও আনরে রিপোর্ট করা হয়েছে।- ইউএস-স্টেট অফ পাঞ্জাব এবং অন্যান্য, রিপোর্ট করা হয়েছে (১৯৮৬) ৪ এসসিসি ৩২৬, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া- ইউ. এস.-বি. ভি. গোপীনাথ, রিপোর্ট করেছেন (২০১৪) ১ এস. সি. সি ৩৫১, চেয়ারম্যান তথা

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্যরা-মার্কিন-অনন্ত সাহা ও অন্যান্যরা, (২০১১) ৫ এস. সি. সি. ১৪২-এ রিপোর্ট করেছেন এবং ২০১৫ সালের এফ. এম. এ ২৯৩৭-এ এই আদালতের একটি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত অপ্রকাশিত রায়ের উপর (বিপ্লব দাস-মার্কিন-বাঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্যরা)

১১. কন্ট্রা, জনাব হোসেন, বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে তাঁর যুক্তি পেশ করেন। ৮ তারিখের একটি সার্কুলেটরি বোর্ডের নোটের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যুক্তি দেখান যে শৃঙ্খলা ও/অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিধানগুলির সংশোধনের পরামর্শ বোর্ড দ্বারা ১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল এবং যদিও পরিষেবা (সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৩ গেজেটে ৫ নম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু বোর্ডের এই অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ৪ নম্বর তারিখের সার্কুলেটরি বোর্ডের নোট অনুসারে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে এবং ব্যাঙ্কের একজন কর্মকর্তা হিসাবে আবেদনকারী এই বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন। তিনি জমা দেন যে সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০ অনুসারে চেয়ারম্যান কর্তৃক বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়েছিল যেখানে জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক চার্জশিট জারি করা হয়েছিল সার্কুলেটরি বোর্ড নোট তারিখ অনুসারে ৭.৬.২০১৩৮। তিনি জমা দেন যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে, অপরাধী বিধিবদ্ধ আপিল পছন্দ করার জন্য ফোরামটি হারিয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হবে। তিনি যুক্তি দেখান যে আবেদনকারী এই ধরনের ফোরামটি হারাননি এবং তিনি পক্ষপাতদুষ্ট হননি।

১২. শ্রী হোসেন বলেন যে আবেদনকারী মঠপুকার শাখার শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে তাঁর মেয়াদকালে ঋণ নীতি এবং/অথবা বিদ্যমান নিয়ম লঙঘন করে ৯ (নয়) কোটি টাকারও বেশি ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে বেশিরভাগ ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি অ-পারফর্মিং অ্যাসেটে (সংক্ষেপে, এনপিএ) চলে গেছে।

চার্জশিটের জবাবের ১১৩ নম্বর পৃষ্ঠা এবং অভিযুক্তের সারসংক্ষেপ যুক্তিতর্কের ১৩৩, ১৩৯ এবং ১৫৪ নম্বর পৃষ্ঠার দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অভিযুক্ত তার অপরাধ স্বীকার করেছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে শাস্তির আদেশটি ২৩.৬.২০১৪ তারিখে জারি করা হয়েছিল এবং আপিল কর্তৃপক্ষ ১৩.১২.২০১৪ তারিখে আপিল নিষ্পত্তি করে এবং এরপর আবেদনকারী সমস্ত পাওনা গ্রহণ করেছে এবং তারপর সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ এই রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে। অতএব, তার মতে, এই রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, শৃঙ্খলাভঙ্গের কার্যক্রম শুধুমাত্র নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা শুরু করা বাধ্যতামূলক নয়। তিনি জানান যে আবেদনকারী কখনোই এই বিষয়টি উত্থাপন করেননি। তিনি দাবি করেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম বা অবৈধতা নেই এবং আবেদনকারী কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে আবেদনকারী একটি ব্যাংকের ম্যানেজারের পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাই আশা করা হয় যে একটি ব্যাংকের ম্যানেজার গ্রাহক/ঋণগ্রহীতাদের তহবিল পরিচালনায় সম্পূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে এবং এমন কর্মকর্তার কোনো অসদাচরণ গুরুতর শাস্তির কারণ হবে। তার বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য, তিনি পিভি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও অন্যান্য বনাম কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল ও অন্যান্য, এআইআর ১৯৯৩ এস.সি. ১৩২১, পঙ্কজেশ বনাম তুলসি গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য, এআইআর ১৯৯৭ এস.সি. ২৬৫৪ এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেন (সিভিল) ৪২৪৩-৪২৪৪, ২০০৪ (স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম এস.এন. গয়াল)।

১৩. উত্তরে, শ্রী মিত্র জমা দিয়েছেন যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পরিষেবা বিধিমালা অতিক্রম করতে পারে না এবং তিনি আরও দাবি করেছেন যে এখতিয়ারগত ত্রুটির বিষয়টি যে কোনও পর্যায়ে উত্থাপিত হতে পারে।

১৪. ভারতীয় সংবিধানের ৩১১ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইউনিয়নের সিভিল সার্ভিস বা সর্বভারতীয় সার্ভিস বা কোনও রাজ্যের সিভিল সার্ভিসের সদস্য বা ইউনিয়ন বা রাজ্যের অধীনে কোনও সিভিল পদে অধিষ্ঠিত, তাকে যে কর্তৃত্ব দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছিল তার অধীনস্থ কোনও কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত বা অপসারণ করবে না। সুতরাং, সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়নি যে কে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করবে। যাইহোক, নিয়োগকর্তা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ করে একটি নিয়ম তৈরি করতে পারেন যে কে একটি কার্যধারা শুরু করতে পারে। পি. ভি. শ্রীনিবাস পেস্ট্রি এবং অন্যান্যদের (উপরে) ক্ষেত্রে, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের নিয়মের অনুপস্থিতিতে, যে কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ যাকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে ধরা যেতে পারে, সে এই ধরনের কার্যধারা শুরু করতে পারে।

১৫. সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০-এর রেগুলেশন ২ (ছ)-এর শর্তাবলী, 'যোগ্য কর্তৃপক্ষ' অভিব্যক্তিটি কর্মচারীর ক্ষেত্রে অফিসার এবং জেনারেল ম্যানেজারের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে বোঝায় এবং রেগুলেশন ২ (ছ)-এর বিধানে বলা হয়েছে যে যদি কোনও জেনারেল ম্যানেজার না থাকে তবে চেয়ারম্যান কর্মচারীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করার সময়, আবেদনকারী স্কেল-২ কর্মকর্তার পদে কর্মরত ছিলেন।

চেয়ারম্যান কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছিলেন কিন্তু মহাব্যবস্থাপক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জারি করেন এবং পরিষেবা (সংশোধনী) বিধিমালা, ২০১৩ দ্বারা, পরবর্তীকালে, মহাব্যবস্থাপক স্কেল-২ আধিকারিকের ক্ষেত্রে 'সক্ষম কর্তৃপক্ষ' হয়ে ওঠেন, কিন্তু ২০১৩ সালের বিধিমালাটি ১২.৮.২০১৮ থেকে কার্যকর হওয়ার পর থেকে, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে অভিযোগপত্রটি টিকিয়ে রাখা যাবে না।

১৬. সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০-এর ৩৯ নম্বর বিধির বিধানে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত লিখিত আদেশ ব্যতীত বড় জরিমানা আরোপের কোনও আদেশ দেওয়া হবে না। সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১০-এর রেগুলেশন ৪১ সেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এমন কোনও আধিকারিককে তদন্ত করার ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা প্রদান করে যার বিরুদ্ধে অফিসারটির ক্ষেত্রে কার্যধারা চালু করা হয়েছে। এর রেগুলেশন ৪০ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট কিছু আকস্মিকতার ক্ষেত্রে রেগুলেশন ৮৯-এ নির্ধারিত পদ্ধতিটি মওকুফ করার ক্ষমতা দিয়েছে।

১৭. অতএব, উপরোক্ত প্রবিধানগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে আইনসভা বাধ্যতামূলক করেছে যে কেবলমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষই বড় জরিমানা আরোপ করতে পারে। প্রবিধান অনুসারে, যে কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যধারা শুরু করা হয়েছে তার কাছে উচ্চতর স্কেলের যে কোনও আদেশের মাধ্যমে তদন্ত পরিচালিত হতে পারে। উল্লেখ করার দরকার নেই যে চার্জশিট জারি করার তারিখে মহাব্যবস্থাপক আবেদনকারীর চেয়ে উচ্চতর স্কেলে ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সক্ষম কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠেন এবং আবেদনকারী শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ফোরাম হারাননি।

১৮. পদ্ধতিগত অনিয়ম বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের মতো সুনির্দিষ্ট আবেদনই যথেষ্ট হবে না, এই ধরনের অনিয়মের কারণে এবং/অথবা লঙ্ঘনের কারণে যে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছেন বা তাঁর পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটেছে এমন একটি মামলা তৈরি করার জন্য অপরাধী ১ গুলি যথেষ্ট হবে। এটি আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তাব যে যেখানে পদ্ধতিগত এবং/অথবা আইনের মূল বিধানগুলি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলিকে মূর্ত করে তোলে, সেগুলির লঙ্ঘন প্রতি আদেশের অবৈধতার দিকে পরিচালিত করে না, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি পালন না করার অভিযোগকারী ব্যক্তির প্রতি অবশ্যই পক্ষপাত সৃষ্টি করতে হবে।

১৯. আবেদনকারী চার্জশিটের জবাব দেওয়ার সময় এই ধরনের কোনও বিষয় উত্থাপন করেননি এবং এমনকি আবেদনকারীও এমন কোনও মামলা তৈরি করতে পারেননি যে এই ধরনের অনিয়মের কারণে আবেদনকারীর পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট ন্যায়বিচারের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা ঘটেছে। পঙ্কজেশের (উপরে) ক্ষেত্রে, সেই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, মাননীয় শীর্ষ আদালত এই বলে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে তদন্ত কর্মকর্তা একই ক্যাডারের বা আবেদনকারীর চেয়ে উচ্চতর গ্রেডের কিনা তা কেবল তদন্তের দায়িত্ব অর্পণ করে, এটি কোনও বস্তুগত অনিয়ম ঘটায়নি বা আবেদনকারীর প্রতি কোনও অবিচারের ফল দেয়নি। অতএব, আমি কেবল এই কারণে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে জারি করা এবং/অথবা শুরু করা চার্জশিট এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বাতিল করার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না।

২০. আইনের সুপরিচিত প্রস্তাব যে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার ক্ষেত্রে, বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়, তবে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে এই ধরনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে ত্রুটি সংশোধন করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২১. চার্জ-শীটে নথি এবং সাক্ষীদের তালিকা ছিল এবং আবেদনকারীকে চার্জশিটে উত্তর জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ম্যানেজমেন্টের উপর নির্ভর করা নথির অনুলিপি আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং ম্যানেজমেন্টের দ্বারা দু 'জন সাক্ষীকে হাজির করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে তাদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আবেদনকারী সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের জবাবে আবেদনকারী আবেদন করেছিলেন যে ম্যানেজমেন্ট সাক্ষীদের কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি এবং তাই তিনি তাদের জেরা করতে পারেননি। এই আবেদনটি গ্রহণ করা যায় না। আবেদনকারীকে তার লিখিত যুক্তি বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারী এই যুক্তি বলেছিলেন।

২২. রেকর্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অধ্যয়ন করে, এটি প্রকাশ করে যে তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা পুনর্বিবেচিত ফলাফলগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং সমস্ত অভিযোগ মোকাবিলা করা হয়েছিল এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আপিল কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করেছিল। আবেদনকারীর চার্জশিট এবং সংক্ষিপ্ত যুক্তির জবাব থেকে এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি কিছু 'গৃহস্থালীর কাজ যা কিছু ব্যাঙ্কিং অনুশীলনের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে' সম্পূর্ণ করতে পারেননি এবং তিনি এর জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং তিনি আবেদন করেছিলেন যে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মৌখিক আদেশ মেনে চলার সময় তিনি ব্যাঙ্কের ঋণের নীতিগুলিকে অবজ্ঞা করে ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দুই আধিকারিকের অনুপলব্ধতার কারণে তিনি ন্যায়সঙ্গত বন্ধক কার্যকর না করেই ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন। স্পষ্ট করুন যে আবেদনকারী তার দোষ স্বীকার করেছেন।

২৩. সর্বজনবিদিত যে কোনও সিদ্ধান্ত তার সিদ্ধান্তের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ এবং এর থেকে যৌক্তিকভাবে কী অনুমান করা যায় তা নয়। এমনকি বাস্তবে সামান্য পার্থক্য বা অতিরিক্ত তথ্যও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অনেক পার্থক্য আনতে পারে। আবেদনকারীর দ্বারা এবং/অথবা পক্ষে নির্ভর করা রায়ে বর্ণিত প্রস্তাবগুলির বাধ্যতামূলক প্রভাব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই তবে সেগুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়।

২৪. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি চার্জশিট, তদন্ত কার্যক্রম, তদন্ত কর্মকর্তার দ্বারা ফেরত দেওয়া ফলাফল এবং শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না। ফলস্বরূপ, ২০১৫ সালের ডব্লিউপিএ ২৪৩৫৫ রিট পিটিশনটি অবশ্য ব্যয় সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয়।

২৫. পক্ষ্গুলি আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রাখা এই রায় এবং আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে কাজ করার অধিকারী হবে।

২৬. এই রায়ের জরুরী জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, আবেদন করা হলে, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে

(বিচারপতি, পার্থসারথী চ্যাটার্জী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly